ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৮/০১/২০১৮ ।।

পশ্চিম লক্ষ্মীছড়া ভিলেজে মার্কেট শেডের উদ্বোধন

খোয়াই, ৮ জানুয়ারী ।। তুলাশিখর ব্লকের পশ্চিম লক্ষ্মীছড়া ভিলেজের সমবাজারে গতকাল নব নির্মিত মার্কেট শেডের উদ্বোধন হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী অঘোর দেববর্মা এই মার্কেট শেডের উদ্বোধন করেন। মার্কেট শেডের উদ্বোধন করে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নয়ন রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কৃষকের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। কৃষক উৎপাদিত পণ্য যাতে সহজেই বাজারজাত করতে পারেন সেই লক্ষ্যেই এ ধরণের মার্কেট শেড নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুলাশিখর ব্লক বি এ সি চেয়ারম্যান গুরুপদ দেববর্মা, কৃষি আধিকারিক সংগ্রাম দাস, কৃষি বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার সাগর সুমন দেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি আধিকারিক অর্পণ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন ভিলেজের চেয়ারম্যান হীরামতি দেববর্মা। মার্কেট শেড নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা ।

পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন

শান্তিরবাজার, ৮ জানুয়ারী ।। তিন দিন ব্যাপী পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসব গত ৬ জানুয়ারী থেকে জোলাইবাড়ী পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধকের ভাষণে মন্ত্রী রতন ভৌমিক প্রাচীন পিলাক সভ্যতার মিশ্র কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বার্তাকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, অতীতে পিলাক এলাকার হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতি ও একতার বাতাবরণকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। পিলাক সহ এ রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলির বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটিয়ে রাজ্য এবং বহিঃ রাজ্যে আরও আকর্ষিত করে তোলার জন্য পর্যটন দপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, প্রত্ন হলো প্রাচীন সভ্যতা বা ইতিহাস। উৎসব হচ্ছে অতীতের সাথে বর্তমানের সেতু বন্ধন। তিনি বলেন, যে জাতি বা দেশ অতীত ইতিহাসকে পাথেয় করে চলে সেই জাতি বা দেশ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। প্রাচীন পিলাকের হিন্দু বৌদ্ধ সভ্যতার পারস্পরিক সংস্কৃতির মেলবন্ধনকে প্রসারিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা, দক্ষিণ জেলার এ ডি এম উত্তম মন্ডল, জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন দীপালি নন্দী এবং ভাইস চেয়ারম্যান দয়াল গুহ। স্বাগত ভাষণ দেন জোলাইবাড়ী ব্লকের বি ডি ও সুভাষ দত্ত। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দপ্তরের ১৩টি প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়েছে।

করবুক মহকুমায় ভোটদান সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কর্মসূচী

উদয়পুর, ৮ জানুয়ারী ।। নব প্রজন্মকে ভোটদানে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে গত ৪ জানুয়ারী গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে করবুক মহকুমার দুঞ্চটি স্থানে সচেতনতামূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মহকুমার শিলাছড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোটদান সম্পর্কে আলোচনাচক্র, ভিডিও শো এবং নাটক প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া করবুক ব্লকের পাঞ্জিহাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও আলোচনাচক্র, নাটক ও ভিডিও শো প্রদর্শিত হয়। ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান দুটিতে করবুক মহকুমার ডি.সি.এম গয়ারাম রিয়াং, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কার্ত্তিক দেববর্মা, বিদ্যালয় পরিদর্শক বিষনহরি জমাতিয়া প্রমুখ আলোচনা করেন।

পশ্চিম গণকি পঞ্চায়েত কমিউনিটি হলের উদ্বোধন

খোয়াই, ৮ জানুয়ারী ।। খোয়াই ব্লকের পশ্চিম গণকি পঞ্চায়েতের শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ৬ জানুয়ারী উদ্বোধন হলো নব-নির্মিত কাঞ্চনমালা কমিউনিটি হলের। সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্যর সাংসদ উন্নয়ন তহবিলে ৩১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ২৩০ আসন বিশিষ্ট নব-নির্মিত কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করেন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রীমতি বৈদ্য বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও সরকার কাজ করছে। এর সুফল পাচ্ছেন সকল অংশের মানুষ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত। স্বাগত ভাষণ দেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ শুক্লদাস। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম গণকি পঞ্চায়েত প্রধান খোকন চক্রবর্তী।

ধলাই জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন

আমবাসা, ৮ জানুয়ারী ।। ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ৬ জানুয়ারী গন্ডাছড়া টাউন হলে উদ্বোধন হলো জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসবের। যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন এডিসির কার্য্য নির্বাহী সদস্য প্রতিরাম ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অর্চনা দাস, জেলার বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রিপন চাকমা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছামনু যুব নাট্য সংস্থা পরিচালিত যাত্রা পালা সংসার কারাগার মঞ্চস্থ হয়। আগামী ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে এই যাত্রা উৎসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন রিপন চাকমা।

মা মোহিনী ত্রিপুরা মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম জে বি স্কুলের উদ্বোধন

বিলোনীয়া, ০৭ জানুয়ারী ।। মতাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৫ জানুয়ারী মা মোহিনী ত্রিপুরা মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম জে বি স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, আজকের দিনটা এগিয়ে যাওয়ার দিন। আমরা যে জায়গায় আছি সেটাই শেষ নয়। আরো এগিয়ে যেতে হবে। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে বিভিন্ন ভাষা জানার প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে সবার কাছেই শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মাতৃ ভাষা। তবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য হিন্দি এবং ইংরেজী ভাষাও জানার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি বলেন, ইংরেজী মাধ্যম স্কুল শুধু শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলেই হবে না। গ্রামাঞ্চলেও এর প্রসারের প্রয়োজন। রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকাতেও ইংরেজী মাধ্যম স্কুল সম্প্রসারণ করছে। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। সভায় ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আশীষ দত্ত, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমরেন্দ্র নমঃ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুব্রত দাস।

ঋষ্যমুখে পঞ্চায়েতরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বিলোনীয়া, ০৭ জানুয়ারী ।। সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, সেচ, যোগাযোগ, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে আসছে রাজ্য সরকার। এই সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্যের জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকার বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছে। গোটা দেশের কাছে আমাদের ত্রিপুরা অনুকরণীয়। ঋষ্যমুখ ব্লকের উত্তর সাড়াসীমা পঞ্চায়েতে বিবেকানন্দ কলোণীতে পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এই কথাগুলি বলেন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাবুল দেবনাথ, জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা আর কে নোয়াতিয়া, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তত্বাবধায়ক বাস্তুকার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আশীষ দত্ত। পূর্ত মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, নির্বাচিত সদস্যগণের এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি কিভাবে রূপায়ণ করতে হবে তার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচি সঠিকভাবে রূপায়িত হলে দেশ ও রাজ্য এগিয়ে যাবে। পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে ব্যয় হবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ৫.৫ কানি এলাকায় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে উঠবে।

তেলিয়ামুড়ায় প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতি

তেলিয়ামুড়া,০৬ জানুয়ারী ।। তেলিয়ামুড়ায় মহকুমা ভিত্তিক প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি এক সভা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সজল কুমার দে-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস দেব সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের মহকুমা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে দশমীঘাটস্থিত ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ জানুয়ারী প্রভাত ফেরী তেলিয়ামুড়া বাজার পরিক্রমা করবে। ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান সহ মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ ও প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হবে।

খোয়াইতে জেলা ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ

খোয়াই,০৬ জানুয়ারী ।। আজ খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে খোয়াই টাউন হলে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে শুরু হয়েছে দুঞ্চদিন ব্যাপী জেলা ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠান। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপরেও গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের বিকাশে এধরণের অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ শুক্লদাস তার ভাষণে বলেন, মানব সম্পদের বিকাশে শিক্ষাকে সর্বাগ্রে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার বিভিন্ন প্রান্তে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ও বিদ্যালয় স্থাপন করছে। স্বাগত ভাষণ দেন পরিচালন কমিটির কনভেনার চন্দ্রলেখা দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা সেনগুপ্ত, বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রদীপ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জেলার ৩৪টি উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৫০ জন কৃতী ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিলা সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য। দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে।

উত্তর সাড়াসীমায় ইংরেজী মাধ্যম জে বি স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বিলোনীয়া,০৬ জানুয়ারী ।। ঋষ্যমুখ ব্লকের উত্তর সাড়াসীমা পঞ্চায়েতে গত ৩ জানুয়ারী বিবেকানন্দ ইংরেজী মাধ্যম জে বি স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আশিষ দত্ত। স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকার গ্রামীণ এলাকাতেও ইংরেজী মাধ্যম স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য কৃষ্ণ চৌধুরী, রতনপুর সাব জোনালের চেয়ারম্যান নরেশ ত্রিপুরা। সভাপতিত্ব করেন উত্তর সাড়াসীমা পঞ্চায়েত প্রধান দিলীপ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক সমরেন্দ্র নাথ দাস।

শিক্ষার পাশাপাশি সরকার খাদ্য স্বাস্থ্য পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কাজ করছে - পূর্তমন্ত্রী

বিলোনীয়া,০৬ জানুয়ারী ।। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দ্বি-তল পাকা ভবনটির উদ্বোধন হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রূপন চৌধুরী, জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাবুল দেবনাথ , পূর্ত দপ্তরের এস ই অজিত লোধ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আশীষ দত্ত। নতুন ভবনের উদ্বোধন করে পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা, সবার জন্য স্বাস্থ্য, পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলেছে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, সেই লক্ষ্যে সরকার শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরী করে শিক্ষার সম্প্রসারণ করছে। এর সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেন। মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একশ শতাংশ পাশ করানোর লক্ষ্যে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। এর জন্য শান্তি ও সম্প্রীতি সুদৃঢ় রাখার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানব সম্পদে উন্নীত করতে হবে- শিক্ষা মন্ত্রী

জিরানীয়া,০৬ জানুয়ারী ।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ মোহনপুর রানীরগাঁও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল পাকা ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। উদ্বোধকের ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানব সম্পদে উন্নীত করতে হবে। এর মাধ্যমেই দেশ ও রাজ্য উন্নত হবে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চা ও শরীরচর্চার জন্য খেলাধূলায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সুস্থ দেহ ও মন তৈরী না হলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করানো যাবেনা। ছাত্র-ছাত্রীদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দরকার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। সেই দায়িত্ব অভিভাবকদেরও নিতে হবে। স্কুলে পঠনপাঠনের অগ্রগতি সম্বন্ধে অভিভাবকদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তিনি বলেন, ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনায় যারা আগ্রহী তাদের এবছর থেকে এই বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দপ্তরের পক্ষ থেকে নেওয়া হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে পঞ্চায়েতমন্ত্রী মানিক দে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে সরকারী স্কুলে পড়ার জন্য কোন পয়সা দিতে হয়না। রাজ্য সরকার কলেজস্তর পর্যন্ত ফ্রি এডুকেশন চালু করেছে। এই সুযোগ সবাই গ্রহণ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ, সম্মানিত অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা হাউজিং এন্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সঞ্চিতা দাস বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নেপাল ভৌমিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মজলিশপুর পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম দেবনাথ। উল্লেখ্য, রানীরগাঁও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল পাকাভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি টাকা।

রাজ্য সরকার সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী রূপায়ণ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,০৬ জানুয়ারী ।। রাজ্যের মানুষের দারিদ্র দূর করা, ঐক্য সংহতি রক্ষা করা, রাজ্যের নবীন প্রজন্মকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যে কাজ, এটাই ত্রিপুরা সরকারের মডেল। দেশের অন্যান্য রাজ্যে মানুষ কাজের সন্ধানে দলে দলে শহরমুখী হলেও ত্রিপুরায় কাজের জন্য মানুষ দলে দলে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেননা। আজ বিজয়কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের নতুন স্কুল বাড়ির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক রতন দাস, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র পারিষদ ফুলন ভট্টাচার্য, পুর পারিষদ অপরূপা দেববর্মা, দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়কুমার স্কুলটি যাত্রা শুরু করেছিল ১৮৯২ সালে। বর্তমানে ৭১৩ জন ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। স্কুলের পুরোনো বাড়ির জায়গায় প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতল বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনার শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করছে এবং রূপায়ণ করছে। এই দুটোর উপর ভিত্তি করেই গড়ে তোলা হচ্ছে মানব সম্পদ। যে কোন কল্যাণকর রাষ্ট্রেরই এই দায়িত্ব নিতে হবে। সবার কাছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিলে হবেনা। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারী পথেই এগুচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে যত মানুষ নিরক্ষর তার অর্ধেকই আমাদের দেশে বসবাস করেন। এটা আমাদের কাছে লজ্জার। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে দেশের গড় আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অন্তত ১০ শতাংশ টাকা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করার জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আড়াই/তিন শতাংশের বেশী অর্থ বরাদ্দ করছেনা। তাহলে সারা দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষা পরিকাঠামো প্রসারের কাজ কিভাবে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনার ফলে আমাদের রাজ্যে জনকল্যাণকর কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। এরপরও রাজ্যে বাজেটের ২৩ শতাংশ টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। এটা রাজ্য সরকারের দায়িত্ববোধের পরিচয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আরেকটি অন্যতম কাজ হলো সবাইকে শিক্ষাঙ্গণে আনতে হবে। ইতিমধ্যে রাজ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ সাক্ষর। রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল মা-কে সাক্ষর করা। মা নিজে সাক্ষর হলে তিনিই তার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন। তারা শিক্ষিত হবে। তাতে সাফল্যও পাওয়া গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ড্রপ আউটের হার অনেক কমেছে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি ১৬ বছর পর্যন্ত মেয়েদের জন্য কন্যা সন্তান ভাতা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পোষাক, পাঠ্য পুস্তক দেওয়া, বিনামূল্যে কলেজ স্তর পর্যন্ত পড়ার সুযোগের কথাও তুলে ধরেন। রাজ্যের প্রায় ৮৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী কোনও না কোনও স্টাইপেন্ড পাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রাজ্য সরকারের এসব সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে আরও ভালভাবে পড়াশোনা করতে হবে। আরও ভাল নম্বর পেতে হবে। এজন্য বিশেষ করে ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। এর পাশাপাশি বাবা মা, অভিভাবকদের তাদের সন্তানের প্রতি আরও বেশী করে নজর রাখতে হবে।

আলোচনায় শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, এই স্কুলটিতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে উপজাতি অংশের ছাত্রীরা পড়াশুনা করছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার নয়া শিক্ষা নীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথা তুলে দিয়েছে। তাতে ক্ষতি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। তারা নবম শ্রেণীতে উঠে পড়া ধরতে পারছেনা। এই পদ্ধতি তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ অব্যাহত আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতি পরিবর্তন না করলে কিছু করাও যাচ্ছেনা। শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে অভিভাবকদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সন্তানের পড়াশোনা সার্বিকভাবে হচ্ছে কিনা এজন্য তাদের আরও সচেতন হতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরও সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রতন দাস। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান জয়া দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনামিকা দেববর্মা।

ছাত্র-ছাত্রীদের বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,০৫ জানুয়ারী ।। পরাধীন ভারতবর্ষে মেয়েদের পেছনে ফেলে রাখার একটা প্রবণতা বিদ্যমান ছিলো। স্বাধীন ভারতবর্ষেও সেই ধারা অব্যাহত। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি থেকে মেয়েদের দূরে রাখার এই প্রবণতা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। আজ আগরতলার শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তনের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেয়েদের প্রতি কোনও অনুকম্পা দেখানোর দরকার নেই। তারা অবলা নয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদেরও সমভাবে বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের চিন্তা-চেতনার মাত্রাকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। এটা আমাদের সকলের কর্তব্য। বাড়িতে অভিভাবকগণ ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এদিন প্রথমে কবিরাজটিলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নেতাজী পল্লী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ত্রিতল ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এই বিদ্যালয় নির্মাণে মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা আছে ১৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। প্রথম পর্যায়ে ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তনের দ্বিতল ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা আছে ৯ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তনটি দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয় দুটি নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে ত্রিপুরা আবাসন ও নির্মাণ পর্ষদ। দুটি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী।

বিদ্যালয় দুটির নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সাক্ষরতায় আমরা এখন সারা দেশে প্রথম। মেয়েদের সাক্ষরতায়ও ত্রিপুরা প্রথম সারিতে আছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা এখন অবৈতনিক। কিন্তু শুরুতেই মেয়েদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছিলো। মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে ১৯৭৮ সাল থেকেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো। শিক্ষার সম্প্রসারণে নতুন নতুন বিদ্যালয় করা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হচ্ছে। এখন খুব কম ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা কোনও না কোনও বৃত্তি পাচ্ছে না। নবম শ্রেণী থেকে মেয়েদের সাইকেল দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কন্যা সন্তানরা যাতে অবহেলার শিকার না হয়, সেজন্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে। সারা দেশে এমন নজির নেই। এটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়। তিনি বলেন, রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষায় আমরা যেখানে ২৩ শতাংশ অর্থ ব্যয় করছি, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ২.৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু বিদ্যালয়ের উন্নত ভবন করলেই হবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। ডাক্তার, প্রকৌশলী, আই এ এস, আই পি এস অফিসার হতে হবে। দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসতে হবে। গুরুজনদের সম্মান দেখানো ও শ্রদ্ধা করা, ছোটদের ভালোবাসা এবং বন্ধুদের সাথে বন্ধুর মতো চলতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই শিক্ষা দিতে হবে বাড়ি ও বিদ্যালয় থেকে। তিনি বলেন, ঝাঁ চকচকে পাকা স্কুলবাড়ি পড়াশোনার জন্য বড় বিষয় নয়। আমাদের সময়ে এতো সুযোগ সুবিধা ছিলো না। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ চিন্তা ও সৎ ভাবনায় মানুষ হিসেবে তৈরী করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, আগরতলা শহরের পুরোনো স্কুলগুলির মধ্যে একটি স্বনামধন্য বিদ্যালয় শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তন। বেসরকারী স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর পর্ষদের পরীক্ষায় সাফল্য দেখাচ্ছে এই বিদ্যায়তন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কবিরাজটিলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্ষদের পরীক্ষাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণ খুবই আন্তরিক। তাদের যৌথ প্রচেষ্টাতেই বিদ্যালয়ের ভালো ফল হচ্ছে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখাও চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের কাছে শিক্ষা হচ্ছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজ্যে শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা এখন অবৈতনিক। তিনি আশা প্রকাশ করেন শিক্ষার এই সম্প্রসারিত সুযোগ সবাই কাজে লাগাবেন। তিনি বলেন, বিদ্যালয় চলো অভিযানের পাশাপাশি যারা ড্রপ আউট হয়েছে তাদের জন্য বিদ্যালয় ফিরে চলো অভিযান চালু হয়েছে।

কবিরাজটিলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামু দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তরুরাণী চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুর নিগমের পারিষদ মৃণাল কান্তি বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ কল্যাণী চৌধুরী। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে এই বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিলো।

শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের পারিষদ শম্পা সরকার চৌধুরী, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শবরী সাহা। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক প্রণব দাস। উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালে শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তনের পথ চলা শুরু। দুটি বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা আবাসন ও নির্মাণ পর্ষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সঞ্চয়িতা দাস।